ধ্বনির পরিবর্তন

প্রবাল চক্রবর্তী

উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী কোনটি মূর্ধন্য বর্ণ?

- ক. ঋ
- খ. ঈ
- গ. ঊ
- ঘ. কোনটি নয়।

কোনটি নিলীন বর্ণ? (বিবি অফিসার ক্যাশ ২৩)

- ক. অ
- খ. ই
- গ. আ
- ঘ. ও

মূলত কিসের মাধ্যমে ধ্বনি উৎপন্ন হয়?

- ক. শ্বাস ত্যাগ
- খ. শ্বাস গ্রহণ
- গ. চিৎকার করা
- ঘ. গান গাওয়া

‘র’ কোন জাতীয় ধ্বনি? (পূবালী এসও ২৩)

- ক. পার্শ্বিক ধ্বনি
- খ. তাড়নজাত ধ্বনি
- গ. কম্পনজাত ধ্বনি
- ঘ. স্পর্শ ধ্বনি

তালব্য ধ্বনি নয় কোনটি?

- চ
- ছ
- দ
- ঞ

বিসর্গ বর্ণ কোন বর্ণের রূপান্তর?

- হ
- স
- ম
- শ

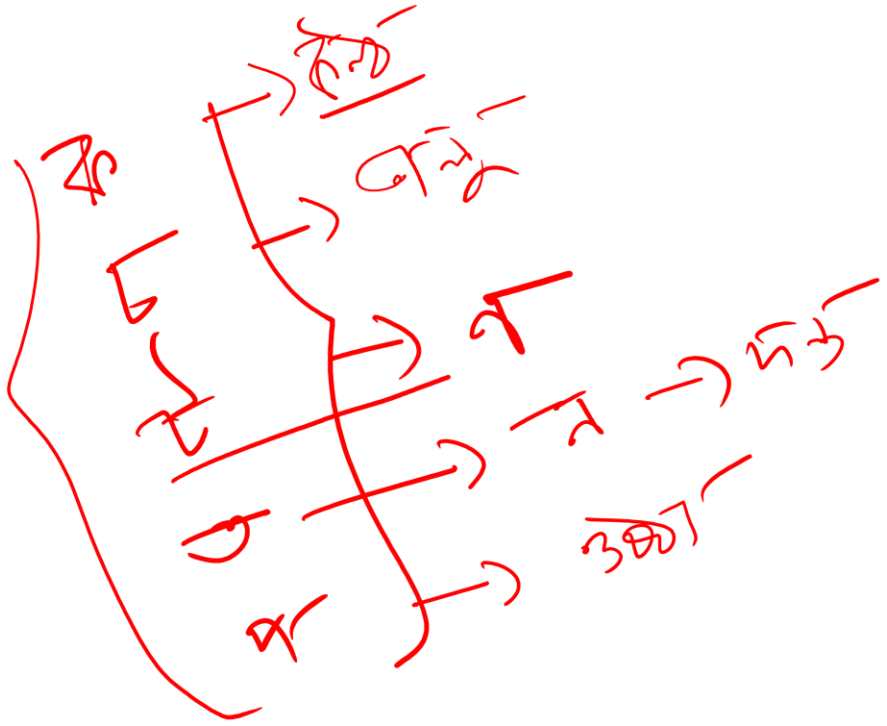

মহাপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ কোনটি?

- চ
- ছ
- জ
- গ

‘ঘোষ’ ধ্বনি কতটি?

- ২০
- ১৫
- ১০
- ১৯

‘অক্ষর’ উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে?

- ধ্বনি
- যতি
- মাত্রা
- ছেদ

‘ঐ’ ধ্বনির সৃষ্টি কীভাবে?

- অ এবং ই
- এ এবং ই
- অ এবং ঈ
- উ এবং ই

ধ্বনি পরিবর্তন

উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূল ধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় ধ্বনি পরিবর্তন।

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

- অন্য কোনো ভাষার প্রভাব
- অমনোযোগ, অযত্ন, উপেক্ষা
- অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি
- সহজে উচ্চারণ করার প্রবণতা

P2A

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনের এই **রীতি-প্রকৃতি প্রধানত ৪ ধরণের**

ধ্বন্যাগম

ধ্বনির রূপান্তর

ধ্বনিলোপ

ধ্বনির স্থানান্তর

P2A

শব্দের মধ্যে এই পরিবর্তন যেভাবে ঘটে

শব্দের আদিতে-

শব্দের মধ্যভাগে-

শব্দের শেষে-

রিকসা ও রিসকা

১ম অংশে মূলধ্বনি এবং ২য় অংশে বিকৃত ধ্বনি থাকে

এই ২য় অংশে কীভাবে বিকৃত ধ্বনি হলো সেটা দেখেই আন্দার করতে হবে।

P2A

ধ্বনি পরিবর্তন

আদি স্বরাগম

মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি

অন্ত্যস্বরাগম

অপিনিহিতি

অসমীকরণ

স্বরসঙ্গতি

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ

ধ্বনি বিপর্যয়

সমীভবন

বিষমীভবন

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা

ব্যঞ্জন বিকৃতি

ব্যঞ্জনচ্যুতি

অন্তর্হতি

অভিশ্রুতি

র-কার লোপ

হ-কার লোপ

অ-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি

P2A

স্বর শব্দটি থাকলে স্বরধ্বনির পরিবর্তন

ব্যঞ্জন শব্দটি থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

P2A

স্বরধ্বনির পরিবর্তন

আদি স্বরাগম

মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি

অন্ত্যস্বরাগম

অপিনিহিতি

অসমীকরণ

স্বরসঙ্গতি

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ

অভিশ্রুতি

P2A

ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা

ব্যঞ্জন বিকৃতি

ব্যঞ্জনচ্যুতি

র-কার লোপ

হ-কার লোপ

ধ্বনি বিপর্যয়

সমীভবন

বিষমীভবন

অন্তর্হতি

P2A

স্বরাগম

শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে স্বরাগম বলা হয়।

আদি স্বরাগম

স্টেশন > ইস্টিশন, স্কুল > ইস্কুল, স্পর্ধা> আস্পর্ধা, স্তাবল > আস্তাবল

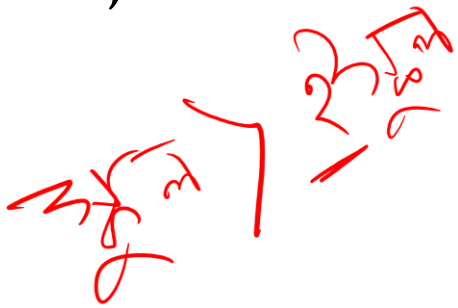

শব্দের আদিতে বা শুরুতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলা হয় আদি স্বরাগম।

P2A

মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি

রত্ন > রতন

স্বপ্ন > স্বপন

প্রীতি > পিরীতি

ক্লিপ > কিলিপ

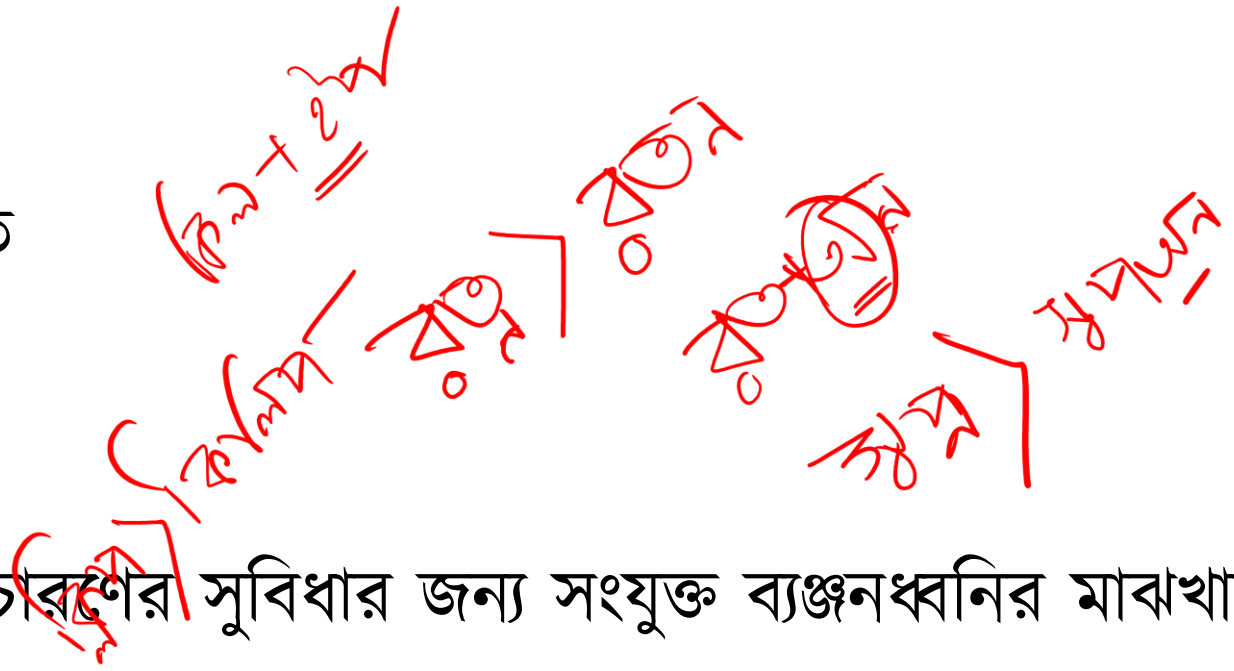

সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। একে বলা হয় **মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি**।

P2A

মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি

রত্ন (র্+অ++ন্+অ) > রতন (র+ত+অ+ন)

স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ,

শক্তি > শকতি, লগ্ন > লগন,

ভক্তি > ভকতি, প্রাণ > পরান,

সূর্য > সুরুজ, জন্ম > জনম,

প্রীতি (প+র্+ঈ+ত্+ই) '> পিরীতি (প্+ই+র্+ঈ++ই)

অনুরূপ— ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম,

স্নান > সিনান, ত্রিশ > তিরিশ, বর্ষন > বরিষন।

মুক্তা (ম্+উ+ক++আ) > মুকুতা (ম্+উ+ক্+উ++আ)।

অনুরূপ— তুর্ক > তুরুক, ভ্রু > ভুরু,

শুক্রবার > শুকুরবার, দুর্জন > দুরুজন।

গ্রাম (গ+র+আ+ম্) > গেরাম (গ্+এ+র্+আ+ম্)।

অনুরূপ— গ্রাস > গেরাস, ক্লাস > কেলাস, প্রেক > পেরেক,

স্রেফ > সেরেফ,

প্রায় > পেরায়, ব্ল্যাক > বেল্যাক, ধ্যান > ধেয়ান, ব্যাকুল > বেয়াকুল ।

P2A

অন্ত্যস্বরাগম

দিশ > দিশা

বেঞ্চ > বেঞ্চি

সত্য > সত্যি

শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে অন্ত্যস্বরাগম বলে।

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ।

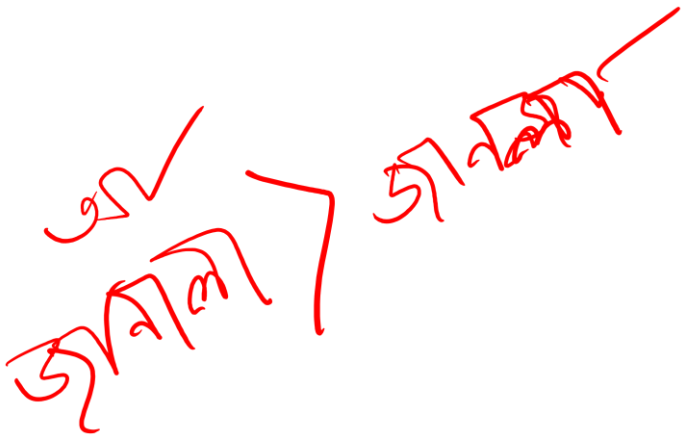

বসতি > বসতি

জানালা > জানলা

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ

আদিস্বরলোপ- অলাবু>লাবু, উধার>ধার

মধ্যস্বরলোপ- সুবর্ণ>স্বর্ণ, অগুরু>অগ্রু

অন্ত্যস্বরলোপ- আজি>আজ, চারি> চার

বিষমীভবন

শরীর > শরীল

লাল > নাল

জরুরি > জরুলি

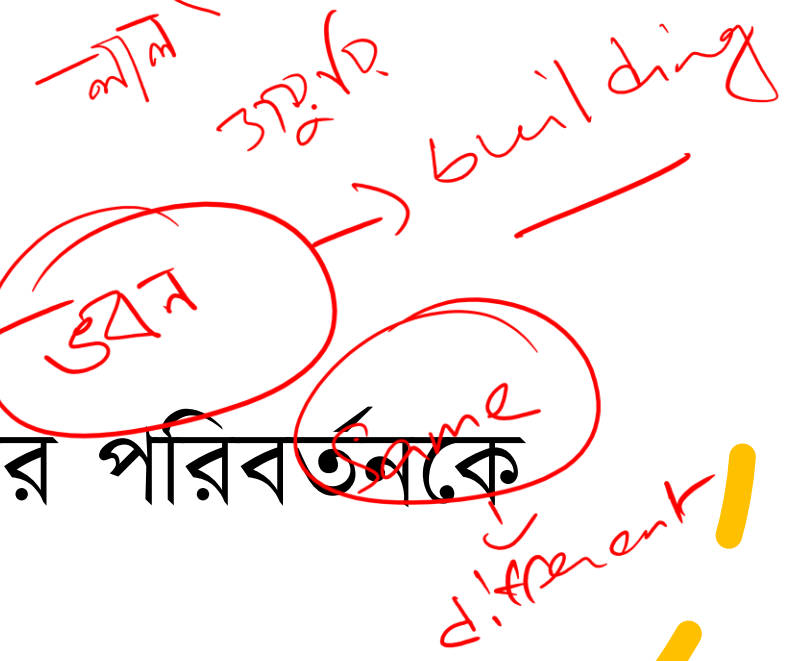

দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে

P2A

সমীভবন

৩ প্রকার

জন্ম > জম্ম

কাঁদনা > কান্না

গল্প > গপ্প

শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।

ব্যঞ্জনচ্যুতি (সমাক্ষর লোপ)

মেজদিদি > মেজদি

বউদিদি > বউদি

বড় দাদা > বড়দা

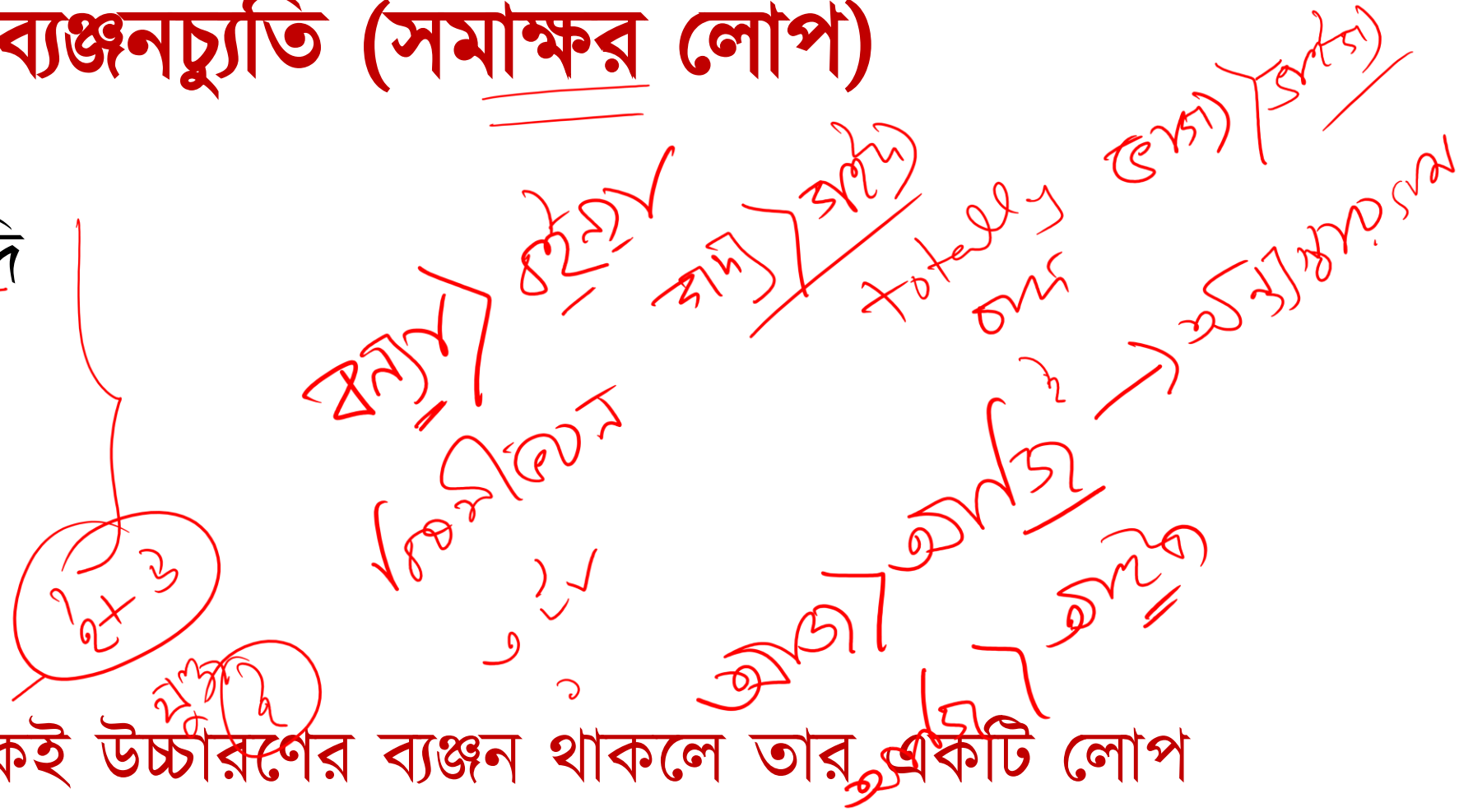

পাশাপাশি দুটি একই উচ্চারণের ব্যঞ্জন থাকলে তার একটি লোপ পেলে তাকে বলে ব্যঞ্জনচ্যুতি।

P2A

অন্তর্হতি (‘অন্তর’ মানে ভিতর, ‘হতি’ মানে লোপ)

ফাল্গুন > ফাগুন (‘ল’ লোপ)

বাপজান > বাজান

বাপজান > বাজান

ইন্দুর > ইদুর

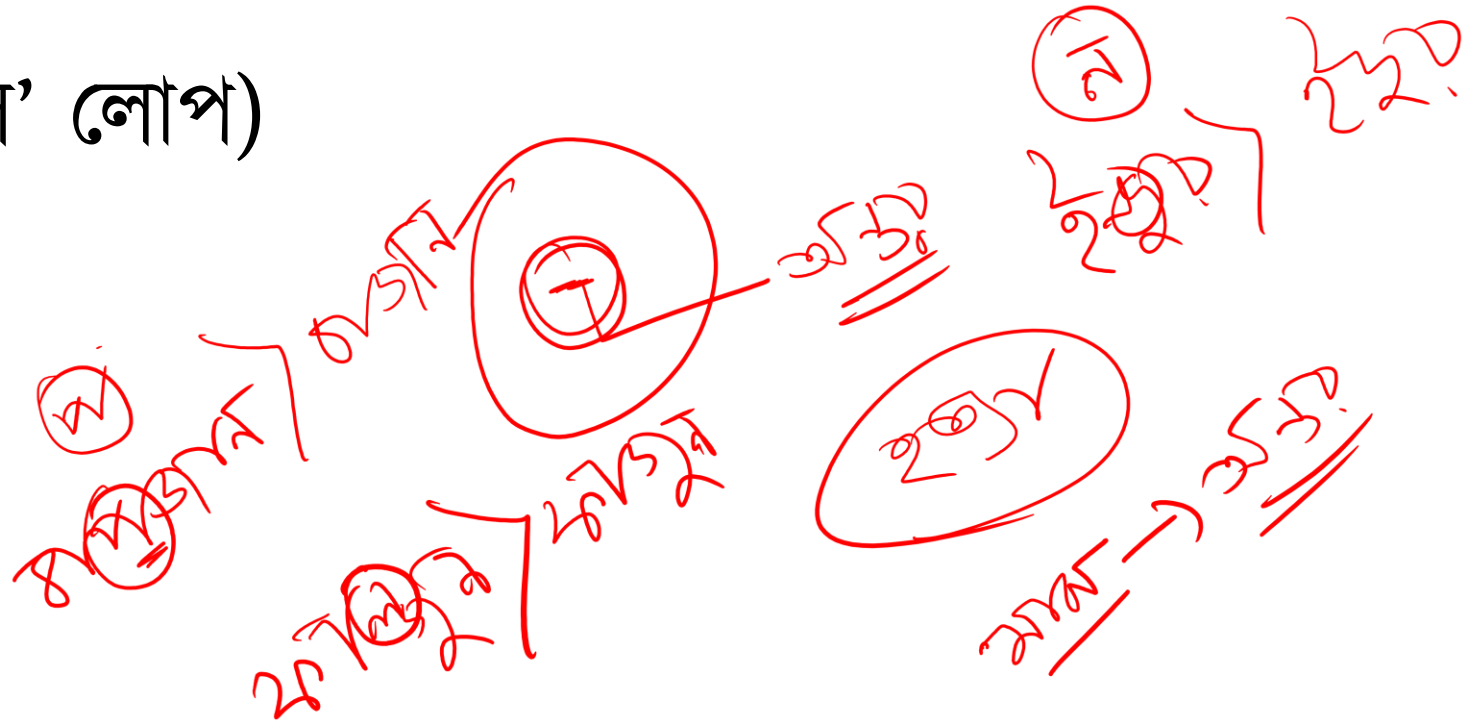

পদের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি।

P2A

র কার লোপ

মারল > মালল, করলাম > কল্লাম

চারটি > চাট্টি, সরদার > সদ্দার

আধুনিক চলিত বাংলায় প্রচলিত শব্দের ‘র’ ধ্বনি বা ‘র-কার’ লোপ পেয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হলে তাকে র-কার লোপ বলে।

P2A

হ-কার লোপ

পুরোহিত> পুরুত, চাহে> চায়, সাধু> সাহু> সাউ, আল্লাহ> আল্লা, শাহ> শা

(আধুনিক চলিত বাংলায় প্রচলিত) অনেক সময় দুইটি স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'হ' ধ্বনি বা 'হ-কার' লোপ পায়। একে হ-কার লোপ বলে। যেমন, 'গাহিল' (গ+আ+হ+ই+ল+অ)-এর 'আ' ও 'ই' স্বরধ্বনি দুটির মধ্যবর্তী 'হ' লোপ পেয়ে হয়েছে 'গাইল'।

P2A

অপিনিহিতি

চারি > চাইর

মারি > মাইর

সাধু > সাউধ

পরের 'ই' বা 'উ' স্বরধ্বনি আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে 'ই' বা 'উ' স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।

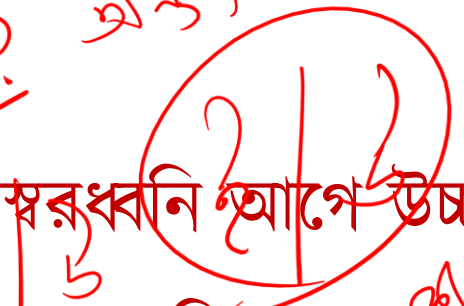

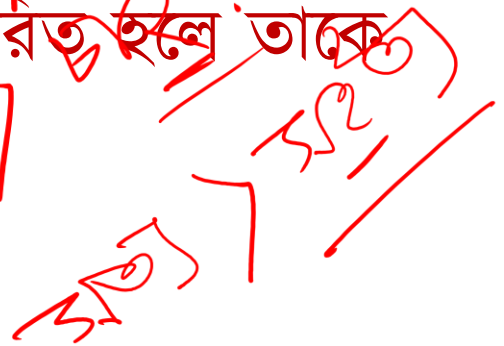

অপিনিহিতি

- আজি> আইজ, সাধু>সাউধ, চারি>চাইর, মারি>মাইর, সত্য>সইত্য, বাক্য>বাইক্য, বন্যা>বইন্যা, কাব্য>কাইব্য, ভাগ্য>ভাইগ্য

অসমীকরণ

ধপ+ধপ > ধপাধপ

গপ + গপ > গপাগপ

টপ+টপ > টপাটপ

দুটো একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে বলে অসমীকরণ।

P2A

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা

পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল, সবাই >সব্বাই

শব্দের কোন ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হলে, অর্থাৎ দুইবার উচ্চারিত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা বলে। মূলত জোর দেয়ার জন্য দ্বিত্ব ব্যঞ্জন হয়।

P2A

ব্যঞ্জন বিকৃতি

কবাট > কপাট

ধোবা > ধোপা

ধাইমা > দাইমা

শাক > শাগ

কোন ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অন্য কোন ব্যঞ্জনধ্বনি হলে তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে।

P2A

ধ্বনি বিপর্যয়

বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, লাফ> ফাল, নকশা > নশকা

শব্দের মধ্যবর্তী দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি অদলবদল হলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।

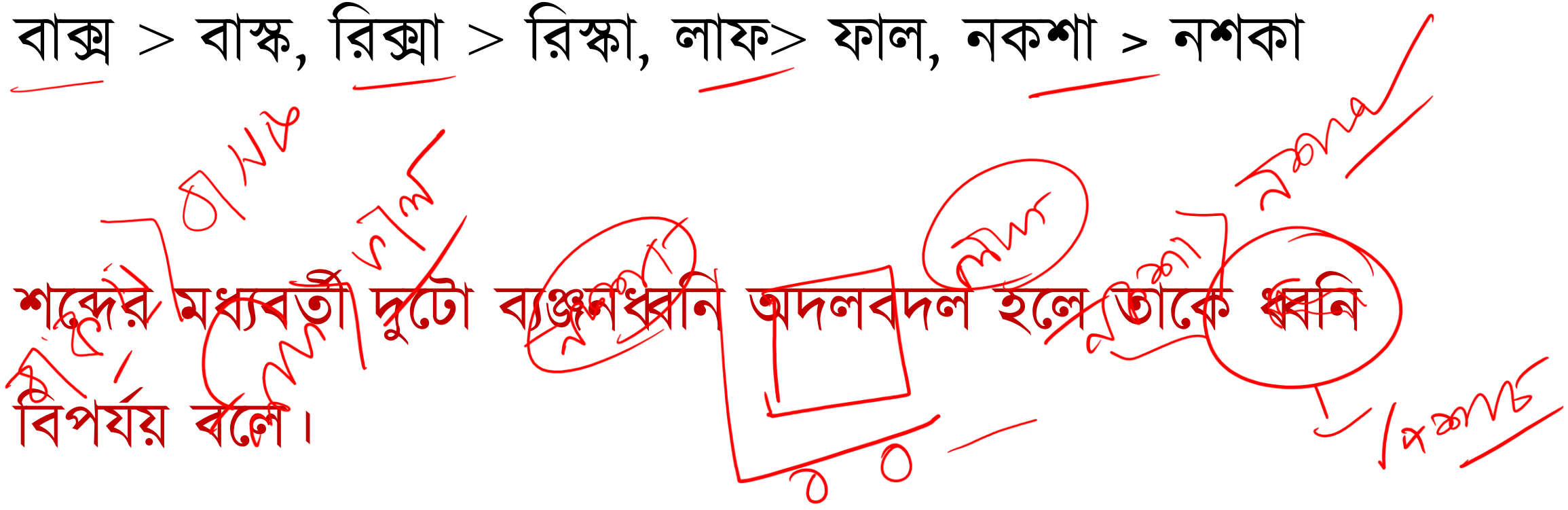

P2A

স্বরসঙ্গতি

একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে।

দেশি > দিশি

বিলাতি > বিলিতি

মুলা > মুলো।

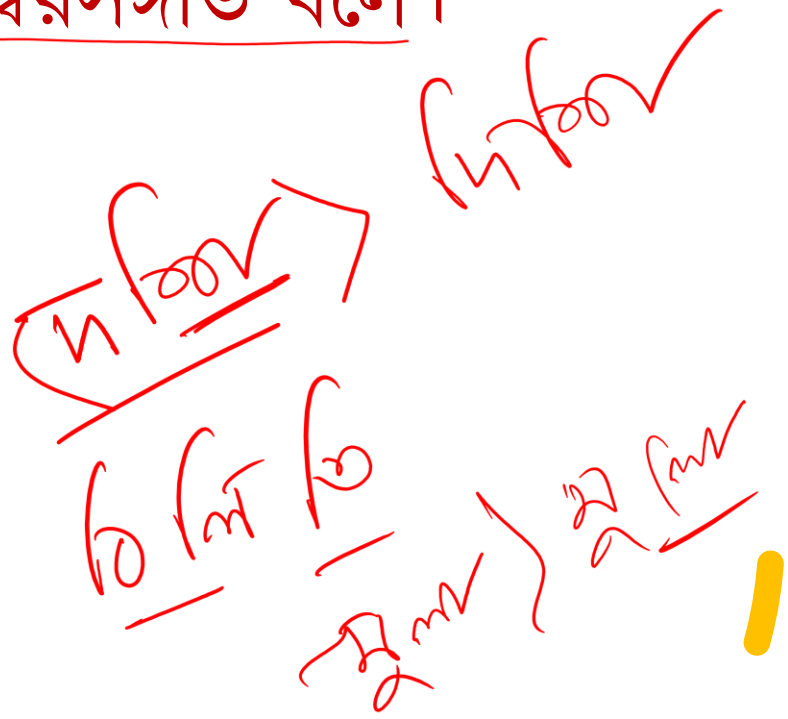

প্রগত স্বরসঙ্গতি

আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়।

যেমন: মুলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো।

পরাগত স্বরসঙ্গতি

অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসঙ্গতি হয়।

লিখা > লেখা

দেশি > দিশি।

মধ্যগত স্বরসঙ্গতি

আদ্যস্তর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়।

জিলাপি > জিলিপি

বিলাতি>বিলিতি

অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি

আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি হয়।

মোজা> মুজো।

অভিশ্রুতি

শুনিয়া> শুইনিয়া> শুইনা> শুনে,

বলিয়া> বইলিয়া> বইলা> বলে,

হাটুয়া> হাউটুয়া> হাউটা> হেটো,

মাছুয়া> মাউছুয়া> মাউছা> মেছো

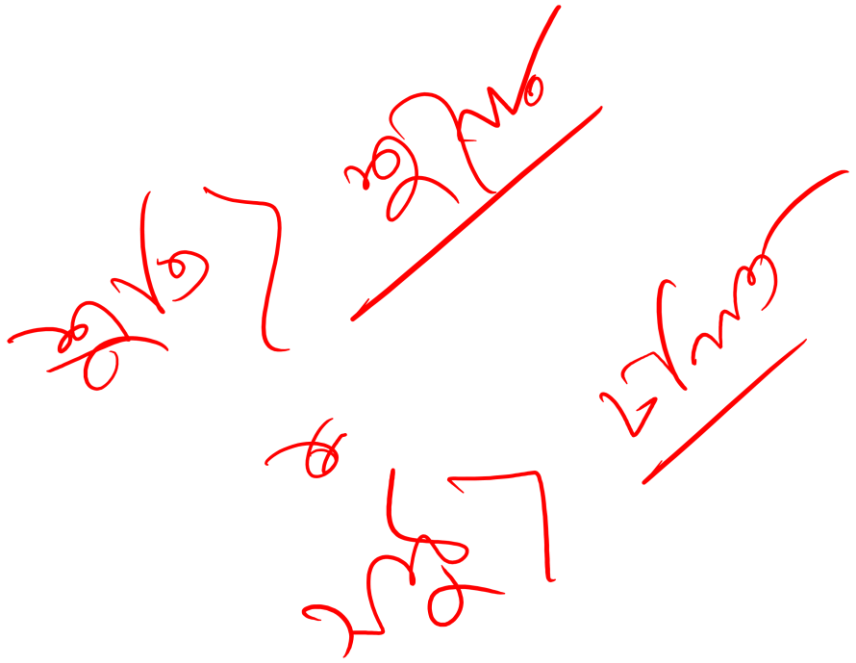

অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায়। বাংলা চলিত ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অভিশ্রুতি।

অভিশ্রুতি

যদি অন্য কোন প্রক্রিয়ায় কোন স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়, এবং পরিবর্তিত স্বরধ্বনি তার আগের স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে যায়, এবং সেই মিলিত স্বরধ্বনির প্রভাবে তার পরের স্বরধ্বনিও পরিবর্তিত হয়, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন, ‘করিয়া’ (ক+অ+র+ই+য়+আ) থেকে অপিনিহিতির মাধ্যমে (র+ই-এর আগে আরেকটা অতিরিক্ত ‘ই’ যোগ হয়ে) ‘কইরিয়া’ হলো। অর্থাৎ অন্য কোন প্রক্রিয়ায় ‘ই’ স্বরধ্বনিটির পরিবর্তন হলো। আবার ‘কইরিয়া’-এর র+ই-এর ‘ই’ তার আগের ‘ই’-র সঙ্গে মিলে গেলে হলো ‘কইরয়া’ বা ‘কইরা’। এবার ‘কইরা’-র ‘ই’ ও ‘আ’ পরিবর্তিত হয়ে হলো ‘করে’। এটিই অভিশ্রুতি।

ক্ষীণায়ন

শব্দ মধ্যস্থিত কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে ক্ষীণায়ন বলে।

যেমন—

পাঁঠা > পাঁটা। (ঠ থেকে ট হয়েছে)

কাঠ > কাট। (ঠ থেকে ট হয়েছে)

হাথ > হাত। (থ থেকে ত হয়েছে)

সাথে > সাতে। (গ্রাম্য উচ্চারণে)

ভালো > বালো। (গ্রাম্য উচ্চারণে)

পীনায়ন

শব্দ মধ্যস্থিত কোনো অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে পীনায়ন বলে। যেমন—

কাঁটাল > কাঁঠাল। (ট থেকে ঠ হয়েছে)

পুকুর > পুখুর। (ক থেকে খ হয়েছে)

কীল > খিল। (ক থেকে খ হয়েছে)

নিবানো > নিভানো। (ব থেকে ভ হয়েছে)

পীনায়নকে মহাপ্রাণিকরণ/মহাপ্রাণিত/মহাপ্রাণীভবনও বলা হয়।

ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?

ক. বাস্ক খ. ফিলিম

গ. সকাল ঘ. ফলার।

২. শব্দের মধ্যে ই বা উ যথাস্থানের আগে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?

ক. অপিনিহিতি খ. ধ্বনি-বিপর্যয়

গ. স্বরাগম ঘ. অভিশ্রুতি।

৩. শব্দের মধ্যে সমউচ্চারণের দুটি ধ্বনির একটি লোপ হলে তাকে কী হলে?

ক. ব্যঞ্জনচ্যুতি খ. অভিশ্রুতি

গ. প্রগত ঘ. পরাগত।

৪. নিচের কোনটি অন্তর্হতির উদাহরণ?

ক. স্কুল > ইস্কুল খ. সত্য > সত্যি।

গ. রত্ন > রতন ঘ. ফলাহার > ফলার।

৫. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?

ক. বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি, মধ্য স্বরাগম

খ. অপিনিহিতি

গ. ধ্বনি বিপর্যয়

ঘ. বিষমীভবন।

৬. বিষমীভবনের উদাহরণ কোনটি?

ক. গ্রাম > গেরাম

খ. বিলাতি > বিলিতি

গ. ধোবা > ধোপা

ঘ. লাল > নাল।

৮. দুটো সমবর্ণের একটি পরিবর্তনকে কী বলে?

ক. সমীভবন

খ. বিষমীভবন

গ. ব্যঞ্জনদ্বিত্ব

ঘ. ব্যঞ্জনবিকৃতি।

৯. আজি > আইজ কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?

ক. অপিনিহিতি

খ. মধ্য স্বরাগম

গ. স্বরসঙ্গতি

ঘ. অন্ত্য স্বরাগম।

কোনগুলো দ্বিত্বব্যঞ্জন?

ক. পক্ব > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ

খ. পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল

গ. জন্ম > জনম, কাঁদনা > কান্না

ঘ. বাঁধনা > রান্না, গৃহিণী > গিন্নী

১১. একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অন্য স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?

ক. স্বরলোপ

খ. সমীভবন

গ. অন্তঃস্বরলোপ

ঘ. স্বরসঙ্গতি।

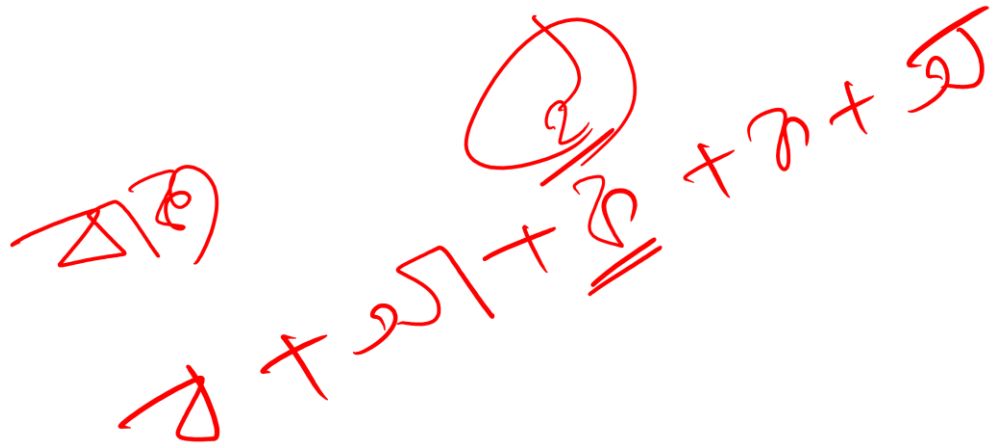

১২. পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ হলে তাকে কী বলে?

ক. অভিশ্রুতি খ. বিষমীভবন

গ. স্বরলোপ ঘ. অন্তর্হতি।

১৩. কোনটি স্বরাগমের উদাহরণ?

ক. পিরীতি গ. বিলিতি
গ. বসতি ঘ. উড়নি।

১৪. বিপ্রকর্ষের অপর নাম কী?

ক. মধ্য স্বরাগম খ. অন্ত্য স্বরাগম

গ. সপ্তকর্ষ ঘ. স্বরলোপ।

১৫. শব্দ মধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তর সমতা লাভ করলে তাকে কী বলে?

ক. বিষমীভবন

খ. ধ্বনিবিপর্যয়

গ. সমীভবন

ঘ. স্বরসঙ্গতি।

Thank You